যুগান্তর

তারিখ 02 MAR 2007
পৃষ্ঠা 8 কলাম 2

বইমেলা সম্প্রসারিত হউক

উত্তেজনাকর রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে একুশে বইমেলা এইবার কেমন হইবে— সেই আশঙ্কা থাকিলেও দ্রুতই উহা কাটিয়া গিয়াছিল। বইমেলা সম্পন্নও হইল সুষ্ঠুভাবে। ভাষা শহীদদের স্মরণে এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশে বাংলা একাডেমী আয়োজিত এই মেলা উৎসবের রূপ লইয়াছে অনেক পূর্বেই। প্রতিবার ফেব্রুয়ারি মাস জুড়িয়া বইমেলা চলিলেও উহার আকর্ষণ না কমিয়া বাড়িয়াই চলে। বরাবরই ইহা হইয়া উঠে লেখক, প্রকাশক ও পাঠকের মিলনমেলা। বইমেলা কেবল বই কিনিবার জায়গা নহে, সকলের সাম্মিলনই এইখানে মুখ্য। এইবার বইমেলায় লোক সমাগম হইয়াছে অন্যবারের চাইতেও বেশি। রাজনৈতিক জটিলতা কাটিয়া যাওয়ায় মানুষ এক ধরনের স্বস্তিতে রহিয়াছে। একুশে বইমেলায় উহার প্রকাশ ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই। ছুটির দিনগুলিতে অসম্ভব ভিড় হইলেও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় নাই। বিপুলসংখ্যক মানুষ ধৈর্যের সহিত লাইনে দাঁড়াইয়া মেলায় প্রবেশ করিয়াছে। একদা বইমেলায় প্রবেশ ও প্রস্থানের পথে কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটিত। উহা বোধকরি আমরা পশ্চাতে ফেলিয়া আসিতে পারিয়াছি। স্টলের সংখ্যা এইবার কম হইলেও স্টল বরাদ্দে রাজনৈতিক শাসনামলের অনিয়ম কম হইয়াছে। এই ধারা অব্যাহত রাখিতে বাংলা একাডেমীরও নীতিনিষ্ঠ দৃঢ় অবস্থান থাকা প্রয়োজন। নীতিমালা লংঘন করিয়া বইমেলায় স্টল পরিচালনা লইয়া কথা উঠিয়াছে এইবারও। কর্তৃপক্ষ নাকি শেষ পর্যন্ত নীতিমালা বাস্তবায়নের কঠোর অবস্থান হইতে পিছাইয়া গিয়াছে। প্রকাশকদের সহিত সকলেই আশা করিবে, আগামী বইমেলা হইয়া উঠিবে আরও সুশৃঙ্খল। বইমেলা হউক প্রকৃত প্রকাশকদের মেলা। এইবারের মেলায় নূতন বই আসিয়াছে গতবারের চাইতে কম। উহাও দেখা প্রয়োজন— মূল্যবান বই বেশি প্রকাশিত হইয়াছে কিনা। কোন ধরনের বই বেশি আসিতেছে, উহাতে লেখকদের মানসিক প্রবণতা বুঝা যায়। পাঠক কোন ধরনের বইয়ে বেশি আগ্রহ দেখাইতেছে, উহাও সময়কে অনুধাবনের বড় উপায়। বই বিক্রয়ের দিক দিয়া এইবারের মেলা রেকর্ড করিয়াছে। অনেক প্রকাশক অবশ্য এই সংক্রান্ত প্রকৃত তথ্য জানাইতে চাহেন না। এইরূপ প্রবণতা দূর হওয়া প্রয়োজন। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার সমাজের সকল স্তরে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী। বইমেলায় নীতিমালা বাস্তবায়নের সহিত বই বিক্রয়েও স্বচ্ছতা আনা প্রয়োজন। বই-পুস্তক প্রকাশনার ব্যয় অনেক বাড়িয়াছে সন্দেহ নাই। প্রকাশনা শিল্পের সহিত সংবাদপত্রগুলিও সমস্যায় ভুগিতেছে। সরকার এইদিকে দৃষ্টি দিবে বলিয়াই আমরা আশা করি। সকল কিছুর সহিত বইয়ের দামও বাড়িতেছে। তবু বইমেলায় বিক্রি বাড়িয়াছে— নিশ্চয়ই ইহা শুভ লক্ষণ। সৃজনশীল ও মননশীল বই বিক্রয়ের সহিত সর্বস্তরে উহার পঠন-পাঠনও বাড়িবে বলিয়া আমরা আশা করি। জ্ঞান ও আনন্দ আহরণের নিত্যনূতন উপায় সহজলভ্য হইলেও বইয়ের কদর ও প্রভাব কমিতেছে না। একুশে বইমেলা উহারই প্রমাণ। ক্রয়ের সহিত লোকজন আসিয়া কত বই উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিল, উহাও কিন্তু মেলার বড় দিক। না কেনা বা কিনিতে না পারা বইগুলি বৎসরের বাকি সময়ে রাজধানীসহ দেশের নানা প্রান্তে বিক্রয় হইবে। বইমেলা প্রাঙ্গণে আয়োজিত সেমিনার এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও মানুষের আগ্রহ বাড়িতেছে। সপরিবারে আসিয়া বই ক্রয়ের সহিত ঘোরাফেরাও মেলার ইতিবাচক দিক। কেবল শিশুদের জন্য বইমেলার একটি সময় নির্দিষ্ট করিয়া দিবার উদ্যোগ এইবার প্রশংসা পাইয়াছে। মেলায় প্রকাশিত বই লইয়া আলোচনা-পর্যালোচনাও বাড়িতেছে। উহা আমাদের ভিতর চিন্তার খোরাক জোগাইলেই ভালো। এইবারের মেলায় মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণ দেখিয়া সকলেই বলিয়াছেন, বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণের বইমেলা পার্শ্ববর্তী উদ্যানেও সম্প্রসারিত হউক। আরও বেশি স্টল বসুক এবং স্টলগুলির আয়তন বাড়ুক। বইমেলাকে বারোয়ারি মেলায় পরিণত হইতে দেওয়া যাইবে না— উহা মানিয়া লইয়াও বলা যায়, মেলায় আগতদের সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো এবং উহাতে কিছু বৈচিত্র্য আনা প্রয়োজন। নৈরাজ্যকে প্রশ্রয় না দিয়া বইমেলার সম্প্রসারিত অংশে খাওয়া-দাওয়া, শিশুদের বিনোদন এবং আড্ডার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। উহাতে একুশে বইমেলার আকর্ষণই বাড়িবে।